ঘোষণা

আমি গোপা রায় (Registration No: Ph.D/Beng.(1010)/295/R-2019 **'নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু'** শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক ড. নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এই গবেষণাপত্রের কোনো অংশই অন্য কোনো উপাধির জন্য দাখিল করা হয়নি। এটি আমার স্বরচিত এবং মৌলিক রচনা।

Gopa Roy
22.12.23

(গোপা রায়)
গবেষক
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
দার্জিলিং ৭৩৪০১৩। পশ্চিমবঙ্গ। ফোন ০৩৫৩-২৫৮০১৮৯
dept.bengalinbu@gmail.com

"समानो मन्त्र समिति समानी"
Accredited by NAAC With grade B++

রেফারেন্স নম্বর .....

তারিখ .....

Certificate

This is to certify that Gopa Roy has been working for her Ph.D. Dissertation entitled **'নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু'** under my guidance in the Department of Bengali, University of North Bengal. She has completed her research work and it is ready for submission. I am very sure that this Dissertation has not been submitted in any University or any Educational Institute.

In this respect, I as a supervisor recommend her Dissertation to be submitted in the University of North Bengal for Ph.D. Degree.

Prof. Nikhil Chandra Ray
Supervisor
Department of Bengali
University of North Bengal

Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

DrillBit

The Report is Generated by DrillBit Plagiarism Detection Software

Submission Information

Author Name	Gopa Roy
Title	Natyokar Buddhodeb Basu
Paper/Submission ID	1240780
Submitted by	nbuplg@nbu.ac.in
Submission Date	2023-12-19 13:12:50
Total Pages	507
Document type	Thesis

Result Information

Similarity **0 %**

Exclude Information

Quotes	Excluded
References/Bibliography	Excluded
Sources: Less than 14 Words %	Not Excluded
Excluded Source	**0 %**
Excluded Phrases	Not Excluded

Database Selection

Language	English
Student Papers	Yes
Journals & publishers	Yes
Internet or Web	Yes
Institution Repository	Yes

A Unique QR Code use to View Download Share Pdf File

Gopa Roy
22.12.23
গবেষকের স্বাক্ষর

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর
Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

নিবেদন

জলপাইগুড়ি জেলার সুপ্রাচীন বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-দেবেশ রায়দের পাদস্পর্শে ধন্য আনন্দ চন্দ্র কলেজ থেকে ২০০৭ সালে বাংলা সাম্মানিক স্নাতক বিভাগে সসম্মানে উত্তীর্ণ হই। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অন্তর্গত স্নাতকোত্তর বাংলা (নিয়মিত) কোর্সের অধীনে ২০০৭-২০০৯ ওই একই কলেজে বাংলা স্নাতকোত্তর পড়াশোনা এবং ডিগ্রী লাভ সম্পন্ন করি। ওই সময় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস থেকে আমাদের কলেজে মাঝেমধ্যে ক্লাস নিতে আসতেন প্রখ্যাত কবি ও অধ্যাপক ড. নিখিল চন্দ্র রায়। পরবর্তী সময়ে যখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বাংলার চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যেতে হয়েছিল তখন, আমার আজকের বর্তমান গাইড ড. নিখিল চন্দ্র রায় আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন ভবিষ্যতে গবেষণার জন্য প্রস্তুত হতে। বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকদের মধ্যে সেসময় সাক্ষাৎ হয়েছিল ড. দীপক কুমার রায়, ড. অঙ্কুশ ভট্ট, ড. সুবোধ যশ, ড. উৎপল মণ্ডল সহ অনেকের সাথেই। প্রত্যেকেই ইতিবাচক প্রেরণা দিয়েছিলেন। বিশেষত ড. দীপক কুমার রায় না থাকলে আজ হয়তো এখানে আসাই হত না।

২০১০ সালের ২৭শে জুন আমি নেট জে.আর.এফ উত্তীর্ণ হই। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পিএইচ.ডি-তে সুযোগ পাই। ড. নিখিল চন্দ্র রায় আমার মতো একজন অনামী ছাত্র-পাঠককে গবেষণার সুযোগ দিয়েছেন এর জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অন্যান্য সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ ও অশিক্ষক কর্মচারীরা যারা আমায় কোনো না কোনোভাবে, কোনো না কোনো সময় সাহায্য করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। স্মরণ করতে হবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং আনন্দ চন্দ্র কলেজের গ্রন্থাগারের কথা। গবেষণার কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে যারা নানান সময়ে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গবেষকরা হলেন— সহদেব রায়, শেখর সরকার, শিমুল সরকার, শর্মিষ্ঠা পাল (বর্তমান বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা), অনুজ বিকি দাস প্রমুখেরা। ভাতৃপ্রতিম বিশ্বজিৎ মজুমদার আমার

গবেষণা অভিসন্দর্ভটি টাইপ, প্রুফ সংশোধন সহ নানান কারিগরি কাজে বিপুল সহায়তা করেছেন, তাকেও ধন্যবাদ জানাই।

আমার পিএইচ.ডি রেজিস্ট্রেশন হয় ২০১৯ সালে। পরবর্তী চার বছরের দুই বছরের বেশি সময় চলেছে মহামারী করোনা কাল। আমার শ্রদ্ধেয় গাইডের পাশাপাশি তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান ড. উৎপল মণ্ডল সক্রিয় সহযোগিতা ও পরামর্শ দান করায় ধীর লয়ে হলেও গবেষণার কাছ থেমে থাকেনি। তিনি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে ওই প্রতিকূল সময়েও ষাণ্মাসিক রিপোর্ট (R.A.C.) পেশ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। স্যারকে শ্রদ্ধা জানাই।

গবেষণাপত্র নির্মাণে বিভিন্ন সময় অমূল্য পরামর্শ-উপদেশ-আশীর্বাদ দিয়েছিলেন বেশ কয়েকজন কিংবদন্তি ব্যক্তিত্বরা— প্রয়াত নট সূর্য শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব কন্যা প্রয়াত দময়ন্তী বসু সিং, প্রয়াত অধ্যাপক-ডিন-উপাচার্য অগ্রজ ভ্রাতৃপ্রতিম অভিভাবক ড. বিকাশ রায়, প্রখ্যাত অভিনেতা দেবশঙ্কর হালদার, নাট্য পরিচালক অর্পিতা ঘোষ, নাট্য অভিনেত্রী চৈতী ঘোষাল, সৌমিত্র-কন্যা নাট্যপরিচালক পৌলমী চট্টোপাধ্যায়, বিখ্যাত সাংবাদিক ও সমালোচক-বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী চণ্ডী মুখোপাধ্যায়, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু পুত্র সুপারস্টার অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় সহ আরো অনেকেই।

বিগত শীতে জলপাইগুড়িতে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি আয়োজিত উত্তরবঙ্গ সাহিত্য উৎসবের উদ্বোধনে এসেছিলেন এই শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী নাট্যব্যক্তিত্ব, অধ্যাপক ব্রাত্য বসু। তাঁর পরামর্শ ও বরাভয় আমাকে ইতিবাচক পথে চলতে সাহায্য করেছে, সাহস জুগিয়েছে। এদের প্রত্যেকের সৃষ্টিকর্ম আমায় ঋদ্ধ করেছে।

ছাত্র জীবনের শুরু থেকে আজ অবধি যারা পাশে না থাকলে আমার পড়াশোনা করাই হতো না, তারা হলেন— আমার প্রয়াত মামী, আয়কর বিভাগের অফিসার জয়শ্রী সেন, আনন্দচন্দ্র কলেজের রসায়নের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আমার মামা অমিতকুমার সেন, আমার একশো শতাংশ বোবা ও কালা দিদি লক্ষ্মী রায়, আমার ছোট্ট পোষ্য মেয়ে সারমেয় পুটু— এরা সবাই আমায় পারিবারিকভাবে সাধ্যমত আগলে রেখেছে।

আর যিনি আমাকে পেশাদার প্রবন্ধ রচনা, সম্পাদনা, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, অনুলিখন, ফিল্ডওয়ার্ক সহ যেকোনো উৎকৃষ্ট পর্যায়ের গবেষণা সংযুক্ত কাজ কীভাবে হাতেকলমে করা উচিত শিখিয়েছেন, তিনি হলেন বিখ্যাত গবেষণাধর্মী পত্রিকা 'অশোকনগর'-এর প্রধান সম্পাদক শ্রী অভিষেক চক্রবর্তী। কলকাতা কী, তারকা কী, যাদবপুর-প্রেসিডেন্সি-কলেজ স্ট্রিট-একাডেমী অফ ফাইন আর্টস-মধুসূদন মঞ্চ কী, জাতীয় গ্রন্থাগার কী, লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী কী, উচ্চমানের সেমিনার কী, কলকাতার গবেষকরা কী কী আলাদা পরিকাঠামো পায় আর উত্তরবঙ্গে আমরা কী কী পাইনা— এর সবটাই তিনি আমায় চিনিয়েছেন। আজকের আমি তাই, তাঁর কাছে অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ।

আমার জেলা জলপাইগুড়ি, আমার কর্মস্থল আনন্দ চন্দ্র কলেজের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক – কৃতবিদ্য ইতিহাসবিদ ড. দিগন্ত চক্রবর্তী, কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. প্রসাদ রায়, প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অর্থনীতির সহযোগী অধ্যাপক ড. অনিল কুমার বিশ্বাস – প্রাণীবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, বিজ্ঞানী ড. মানবেন্দ্রনাথ মৈত্র সহ জেলার অনেক শিক্ষাবিদ-অধ্যাপকরাই আমায় উৎসাহ – সমর্থন প্রদান করেছেন।

সবকিছুর পরেও হয়তো এই গবেষণাপত্রে থেকে গেল কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি। কৃতজ্ঞতা স্বীকারের তালিকায় হয়তো ভ্রান্তিবশত বাদ পড়ে গেলেন কেউ কেউ। এ সমস্ত অনাকাঙ্ক্ষিত ত্রুটির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আগাম মানবিক দুঃখ প্রকাশ সহ আমার গবেষণাপত্রের এই নিবেদন অংশটি রচনা সমাপ্ত করলাম।

Gopa Roy
22.12.23

(গোপা রায়)
গবেষক
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়